দুইটি কপোল চুমে বার বার
মুখানি উঠায়ে তুলি !
তোরা খেলা কর্—তোরা খেলা কর্
কামিনী কুসুম গুলি !
কভু পাতা মাঝে লুকারে মুখ,
কভু বায়ু কাছে খুলেদে বুক—
মাথা নাড়ি নাড়ি নাচ কভু নাচ্
বায়ু কোলে দুলি দুলি !
দুদণ্ড বাঁচিবি—খেলা' তবে খেলা,'
প্রতি নিমেষেই ফুরাইছে বেলা,
বসন্তের কোলে খেলা-শ্রান্ত প্রাণ
ত্যেজিবি ভাবনা ভুলি !
অশোক।—(দূর হইতে দেখিয়া)
ওই যে হোথায় নলিনী রোয়েছে
বসি বিজয়ের সাথে !
কত কাছাকাছি !—কত পাশাপাশি !
হাত রাখি তার হাতে !
অসার-হৃদয়, লঘু, হীন-মন
কোন গুণ নাই যা'র—
শুধু ধন দেখে বিকাবি, নলিনী,
তারে দেহ আপনার ?
কতবার প্রেম ! যাস্ পলাইয়া
ভয়ে ফুল ডোর দেখি,
ধনের সোণার শিকল হেরিয়া
আজ ধরা দিলি একি ?
সুরেশ।—খুঁজিয়া খুঁজিয়া পাইনা দেখিতে
নলিনী কোথায় আছে।
ওই যে হোথায় লতা-কুঞ্জতলে
বসিয়া বিজয় কাছে !
কি ভয় হৃদয় ! জানি গো নিশ্চয়
সে আমারে ভালবাসে,
মন তার আছে আমারি কাছেতে
থাকুক্ সে যার পাশে !
বিনোদ।—কথা শুনে তার—ভাব দেখে তার
করিবার ভাবি মনে—
নলিনী আমার—আমারেই বুঝি
ভালবাসে সঙ্গোপনে !
সত্য হয় যদি আহা !
সে আশ্বাস বাণী, সে হাসি মধুর
সত্য যদি হয় তাহা !
নীরদ।—কে আমার সংশয় মিটায় ?
কে বলি দিবে সে ভালবাসে কি আমায় ?
তার প্রতি দৃষ্টি হাসি তুলিছে তরঙ্গ রাশি
এক মুহূর্ত্তের শান্তি কে দিবে গো হায় !
পারিনে পারিনে আর বহিতে সংশয় ভার,
চরণে ধরিয়া তার শুধাইব গিয়া,
হৃদয়ের এ সংশয় দিব মিটাইয়া !
কিন্তু এ সংশয়ো ভাল,
পাছে গো সত্যের আলো
ভাঙ্গে এ সাধের স্বপ্ন বড় ভয় গণি ;
হানে এ আশার শিরে দারুণ অশনি !
(নলিনীর নিকট হইতে বিজয়ের দূরে
গমন, ও নলিনীর নিকটে
গিয়া প্রমোদের গান)
আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি'
বিজন বনে, মালতী বালা,
আছিস্ কেন ফুটিয়া ?
শুনাতে তোরে মনের ব্যথা,
শুনিতে তোর মনের কথা,
পাগল হোয়ে মধুপ কভু
আসেনা হেথা ছুটিয়া ;

মলয় তব প্রণয় আশে
ভ্রমেনা হেথা আকুল শ্বাসে,
পায়না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে-মাখা মুখানি ;
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি-শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি !

নলিনী।—(হাসিয়া)

শুনিয়া ধীরে মালতী বালা
কহিল কথা সুরভি-ঢালা,—
"আঁধার বনে আছিগো ভাল
অধিক আশা রাখি না !
তোদের চিনি চতুর অলি,
মনো-ভুলানো বচন বলি
ফুলের মন হরিয়া লোয়ে
রাখিয়া যাস্ যাতনা !
অবলা মোরা কুসুম-বালা
সহিব মিছা মনের জ্বালা,
চিরটি কাল তাহার চেয়ে
রহিব হেথা লুকায়ে !
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভি রাশি,
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে !"

(অশোকের নিকটে গিয়া)

নলিনী।—

অশোক, হোথায়, দূরে কেন তুমি
দাঁড়াইয়া এক ধার ?
কত দিন হোল আমার কাছেতে
আস'নিত একবার !
ভুলেছ যে প্রেম, ভুলেছ যে মোরে
তোমার কি দোষ আছে ?
এ মুখ আমার এ রূপ আমার
পুরাতন হইয়াছে !
ভাল, সখা, ভাল, প্রেম না থাকিলে
আসিতে নাই কি কাছে ?
যেচে প্রেম কভু পাওয়া নাহি যায়
বন্ধুত্বে কি দোষ আছে ?
যদি সারাদিন রহিয়া তোমার
প্রাণের রূপসী সাথে
কোন সন্ধ্যাবেলা মুহূর্ত্তের তরে
অবকাশ পাও হাতে,
আমাদের যেন পড়ে গো স্মরণে
এসো একবার তবে !
দু চারিটা গান গাব' সবে মিলি
দু চারিটা কথা হবে !

অশোক।—(স্বগত)

পাষাণে বাঁধিয়া মন মনে করি যতবার
কাছে তার যাবনাক মুখ দেখিব না আর,
তার মুখ হোতে তিল আঁখি ফিরায়েছি যবে—
দূরে যেতে এক পদ শুধু বাড়ায়েছি সবে,
অমনি সে কাছে ঢোলে দু একটি কথা বোলে
পাষাণ প্রতিজ্ঞা মোর ধূলিসাৎ করিয়াছে ;
শুধু দুটি কথা বোলে, একবার এসে কাছে !
জানিনা কি শুধু সেগো মন ভোলাবার কথা ?
সে হাসি—সে মিষ্টহাসি-নিদারুণ কপটতা ?
জানে জানে সব জানে, তবু মন নাহি মানে,
প্রতিবার ঘুরে ফিরে তবুও সে যায় তথা ;
জেনে শুনে তবু তার ভাল লাগে কপটতা,
সেই মিষ্ট হাসি, সেই মন ভুলাবার কথা !
যবে ভুলাবার তরে কপট আদর করে,